আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
প্রকাশ: বৃহস্পতিবার, ২১ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

কর্মসংস্থান বেড়েছে ব্যাংক খাতে

♦ ২০২৩ সালে যোগ দিয়েছেন ২৫ হাজার ২৬৬ জন
♦ মোট কর্মীর ২৫% সরকারি ছয় ব্যাংকে
♦ বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ

শাহেদ আলী ইরশাদ

দেশের ব্যাংক খাতে কর্মসংস্থান বেড়েই চলেছে। এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংকে কর্মী বেড়েছে ২৬ হাজার ২৬৬ জন বা প্রায় ৪ শতাংশ। একই সঙ্গে বেড়েছে নারী কর্মীর সংখ্যাও। মোট ব্যাংকারদের মধ্যে ১৫ দশমিক ৪০ শতাংশ নারীকর্মী। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে কার্যরত ৬১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩ হাজার ৬৯৬ জন। যা ২০২২ সালের তুলনায় ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি এবং ২০২২ সালের ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৩০ জন কর্মকর্তার চেয়ে ২৫ হাজার ২৬৬ জন বেশি।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ব্যাংক খাতের মোট কর্মকর্তাদের মধ্যে ৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ এবং বাকিরা নারী। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তার সংখ্যা ৫০ হাজার ২৮৫ জন। যা ব্যাংক খাতের মোট কর্মীর প্রায় ২৫ শতাংশ। প্রায় ৬৭ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে। নয়টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন ৪ হাজার ৫৭ জন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে তিনটি বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকের কর্মী ছিল ১৩ হাজার ৩৯ জন। ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর্মসংস্থান বেড়েছে ৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ২০২৩ সালে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এক বছর আগের তুলনায় জুন শেষে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকে মোট নারীকর্মীর সংখ্যা ৩ দশমিক ২২ শতাংশ বা ১ হাজার ১৯ জন বেড়েছে। দেশের ৬১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, গত জুন শেষে এসব ব্যাংকে নারীকর্মীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৩২ হাজার ৫৬৭ জন। আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে যা ছিল ৩১ হাজার ৫৪৮ জন। রাষ্ট্রীয় ১৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল নিয়োগের জন্য ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি নামে একটি বিশেষ সচিবালয় রয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৩টি বিভাগের অধীনে জনবল নির্বাচন করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা করে এটি। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি বছর গড়ে ৫ হাজার কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এটি দশম এবং তার ওপরে গ্রেডের পদে নিয়োগ করে।

এ বিষয়ে বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার অধীনে জনবল নিয়োগ করতে প্রতিটি ব্যাংকের নিজস্ব নিয়োগ নীতিমালা রয়েছে। আমরা একটি কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ করি। ব্যাংকগুলো মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক প্রদান করে।

কালের কণ্ঠ [পাতা ৭] 21/03/2024

নতুন নোট মিলবে ৩১ মার্চ থেকে

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নতুন নোট বাজারে ছাড়ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৩১ মার্চ থেকে নতুন নোট সংগ্রহ করতে পারবেন গ্রাহকরা। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) নতুন নোট বিনিময় করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এসব তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানায়, আগামী ৩১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসের কাউন্টারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে নতুন নোট বিনিময় করা হবে। এ ছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৮০টি শাখা থেকেও আলোচিত সময়ে ৫, ১০, ২০, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত নতুন নোট প্রতিটি একটি প্যাকেট করে বিশেষ ব্যবস্থায় বিনিময় করা হবে। একজন ব্যক্তি একাধিকবার নতুন নোট গ্রহণ করতে পারবেন না।

দৈনিক কালবেলা
প্রকাশ: বৃহস্পতিবার, ২১ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

ব্যাংক ব্যবস্থা

শহরে আসছে গ্রামের টাকা

এ জেড ভূঁইয়া আনাস

দেশে মোট খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ জোগান দেন গ্রামের কৃষক। উচ্চমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রি করে শহরের আড়তদার বা ব্যবসায়ীরা বিপুল মুনাফা করলেও অনেক সময় কৃষকের উৎপাদন খরচই উঠে আসে না। আবার সেই ফসল বিক্রি করে ব্যাংকে আমানত রাখলেও শহরে চলে যাচ্ছে সেই টাকা। শুধু কৃষক নয়, ব্যাংকের মাধ্যমে শহরমুখী হচ্ছে গ্রামের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জমানো টাকা। আর ব্যাংক ঋণ বিতরণে শহরকে প্রাধান্য দেওয়ায় সেই টাকার বড় অংশই আর গ্রামে ফিরে আসে না।

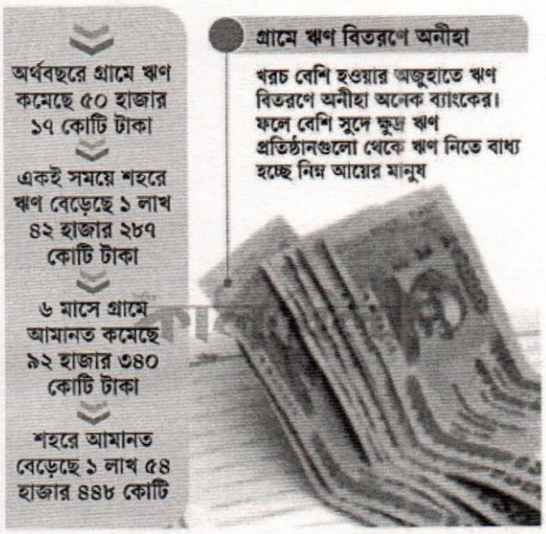

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংক খাতের বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৩৮ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে মাত্র ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা পেয়েছে গ্রামের মানুষ। অথচ একই সময়ে গ্রাম থেকে ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহ করেছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা আমানতের ৫৩ দশমিক ৫৪ শতাংশই চলে এসেছে শহরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খরচ বেশি হওয়ার অজুহাতে এখনো গ্রামে ঋণ বিতরণে অনীহা দেখাচ্ছে অনেক ব্যাংক। এ কারণে বেশি সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে গ্রামের কৃষকসহ নিম্ন আয়ের মানুষ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ব্যাংকগুলো বড় আমানতে সুদ দেয় বেশি। আর ক্ষুদ্র আমানতে সুদের হার অনেক কম। এ ছাড়া মেয়াদি আমানতগুলোতে সুদের হার বেশি। ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো আমানতে সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিয়েছে। বেশি সুদের এই আমানতগুলোর সিংহভাগই হলো শহরে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের। গ্রামের মানুষকে ছোট ছোট আমানতে উৎসাহিত করার কোনো ব্যবস্থা বেশিরভাগ ব্যাকের নেই। অর্থাৎ কম সুদে আমানত রাখলেও গ্রামের মানুষকে বাধ্য হয়ে বেশি সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে।

তথ্য বলছে, দেশের বেশিরভাগ ব্যাংকেরই গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণের সক্ষমতা নেই। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংকগুলো এমআরএ বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। অনেক ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জসহ এ হার আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। অর্থাৎ গ্রামীণ জনশক্তির উৎপাদিত পণ্য ও আমানত শহরের মানুষ ভোগ করার পরও ব্যাংক ঋণ নিতে গেলে তাদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত সুদ। এমনকি ঋণ নেওয়া পরিবার বিভিন্ন দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতিতে পড়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে সম্প্রতি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ বলেন, 'ঋণ আদায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের ওপর নির্যাতন করে, এমন অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় অভিযোগগুলোর তদন্ত করে অন্য তথ্যও পেয়েছি। তবে যদি কেউ গ্রাহকের ওপর নির্যাতন করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া কোনো এমআরএ প্রতিষ্ঠান যদি ২৪ শতাংশের বেশি সুদ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের শুরুতে (জুন শেষে) গ্রামীণ জনপদে ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৭৩ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে ওই ঋণ কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ মাসের ব্যবধানে ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণ কমেছে ৫০ হাজার ১৭ কোটি টাকা বা ২৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আর গত জুন শেষে শহরে ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৭২ হাজার ২৯০ কোটি টাকা। ডিসেম্বর শেষে ওই ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ ১৪ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ মাসের ব্যবধানে শহরে ঋণ বেড়েছে ১ লাখ ৪২ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা বা ১১ দশমিক ১৮ শতাংশ।

জানতে চাইলে ব্যাংক এশিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এমএমই ঋণ বিশেষজ্ঞ আরফান আলী কালবেলাকে বলেন, 'স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশের ব্যাংকগুলো গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণের সক্ষমতা তৈরি করতে পারেনি। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে খরচ বেশি হওয়ার অজুহাতে তারা বরাবরের মতোই এ খাত থেকে সরে আসে। এতে গ্রামের মানুষ বেশি সুদে এমআরএ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ ব্যাংকগুলো এগিয়ে গেলে কৃষক স্বল্প খরচে ঋণ নিতে পারতেন। এতে তাদের উৎপাদন খরচও কমত। এ কথা ঠিক যে, গ্রামে ঋণ বিতরণে খরচ কিছুটা বেশি হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলোর তো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।'

আর মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান কালবেলাকে বলেন, 'গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণে যে ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন অনেক ব্যাংকেরই তা নেই। এ কারণে ব্যাংকগুলো এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নিয়ে ঋণ বিতরণ করে। এখন আবার কোনো কোনো ব্যাংক ফিনটেক কোম্পানিগুলোরও সহায়তা নিচ্ছে। এর পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে ছোট ঋণ বিতরণে খরচ বেশি হওয়ায় ব্যাংকগুলো আগ্রহ কম দেখায়। এ ছাড়া গ্রামে ব্যাংকের তেমন জনবল না থাকায় গ্রাহকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কম। এমন পরিস্থিতিতে অপরিচিত ও ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, তাই ঋণ বিতরণে অনীহা দেখায়।'

অন্যদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে জমানো টাকা ভেঙে সংসার চালানোর প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক আমানতের পরিমাণও কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুন প্রান্তিক শেষে গ্রামে তপশিলি ব্যাংকের শাখাগুলোয় জমা আমানতের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা। ডিসেম্বর প্রান্তিক শেষে তা নেমে

এসেছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪১৫ কোটি টাকায়। সে অনুযায়ী, ছয় মাসের ব্যবধানে গ্রামাঞ্চলের ব্যাংকগুলোয় জমা আমানতের পরিমাণ কমেছে ৯২ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও শহরে বেড়েছে ব্যাংকের আমানত। গত জুনে তপশিলি ব্যাংকগুলোর শহরের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ লাখ ২৮ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ ৮২ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ মাসে শহরে আমানত বেড়েছে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৮ কোটি টাকা।

মাত্র ছয় মাসে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের আমানত প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা কমে যাওয়া উদ্বেগজনক বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর কালবেলাকে বলেন, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষ প্রথমত তাদের ব্যাংক হিসাবের টাকা উত্তোলন করে তা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। সে হিসেবে গরিব বা গ্রামের মানুষের ব্যাংক হিসাবে অর্থ কমার কারণ মূল্যস্ফীতি, এটা কোনো সন্দেহ নেই। তবে মাত্র ৬ মাসে এত কমে যাওয়া সত্যিই আশঙ্কার কারণ। এটি ক্ষতিয়ে দেখা দরকার।'

আর মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান কালবেলাকে বলেন, 'দেশে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি। এ কারণে গ্রামের মানুষ আমানত ভেঙে খাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের আর্থিক সংকট বিবেচনায় ব্যাংকগুলো গ্রামে ঋণ বিতরণও কমিয়ে থাকতে পারে। কারণ ব্যাংক যদি দেখে কাউকে ঋণ দিলে এই মুহূর্তে ঋণের অর্থ ফেরত আসা কঠিন, তখন ব্যাংক সেখানে ঋণ বিতরণ বন্ধ করে দেয়।'

THE BUSINESS STANDARD

Published: Thursday, 21 March 2024 Page: Banking

Looking for new bank notes this Eid? Here's where you can get them

Each individual will be limited to receiving new notes only once.

TBS Report

At least 80 branches of the country's various commercial banks will distribute new currency notes from 31 March to 9 April, except on weekends and government holidays, marking the occasion of Eid-ul-Fitr. The information was disclosed by the Bangladesh Bank (BB) in a notification issued today (20 March).

The notification said new bank notes will be available at various offices under the Bangladesh Bank. Besides, special arrangements have been made at 80 branches of commercial banks in Dhaka to exchange new notes of denominations Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, and Tk100 during this period. Each individual will be limited to receiving new notes only once. New notes will be given in the branches below

Janata Bank (Postagola), NCC Bank (Jatrabari), Uttara Bank (Jatrabari), Pubali Bank (Sadarghat), Mutual Trust Bank (Babubazar), The City Bank (Islamapur), Janata Bank (Hatkhola Road, Women), One Bank (Lalbagh), Janata Bank (Abdul Gani Road, Corporate), Agrani Bank (Jatiyo Press Club, Corporate), Janata Bank (TSC, Corporate), Social Islami Bank (Foreign Exchange), IFIC Bank (Dhaka Stock Exchange), Southeast Bank (Principal), Dutch Bangla Bank (Local Office), Mercantile Bank (Dilkusha), Shahjalal Islami Bank (Dhaka), Rupali Bank (Local Office), EXIM Bank (Motijheel), NCC Bank (Dilkusha), Sonali Bank (Ramna, Corporate), Social Islami Bank (Moulvibazar), Uttara Bank (Babu Bazar), The City Bank (Mogbazar), NCC Bank (Mogbazar), Shahjalal Islami Bank (Chowdhurypara), Southeast Bank (Kakrail), NCC Bank (Malibag), Islami Bank Bangladesh (Khilgaon), Agrani Bank (Rampura TV), AB Bank (Progati Sharani), United Commercial Bank (Progati Sharani), United Commercial Bank (South Banasree), Dhaka Bank (Banasree), Dhaka Bank Limited (Nandipara), Al-Arafah Islami Bank (Nandipara), One Bank (Basaboo), Trust Bank (Bashundhara), Premier Bank (Bashundhara), Global Islami Bank (Banani), Premier Bank (Banani), Bank Asia (Banani-11), IFIC Bank (Gulshan), Jamuna Bank (Gulshan, Corporate), National Bank (Mohakhali), South Bangla Agricultural & Commerce Bank (Bijoy Nagar), Southeast Bank (Karwan Bazar), Trust Bank (Karwan Bazar), Social Islami Bank (Bashundhara City), Prime Bank (Elephant Road), Sonali Bank (Jatiya Sangsad Bhaban), BRAC Bank (Shyamoli), Southeast Bank (Dhanmondi), NRB Bank (Dhanmondi), BRAC Bank (Satmasjid Road), Jamuna Bank (Lalmatia), First Security Islami Bank (Rayerbazar), Dutch-Bangla Bank (New Market), Dutch-Bangla Bank (Mirpur), EXIM Bank (Mirpur), BRAC Bank (Mirpur-1), Agrani Bank (Mirpur-1), Janata Bank (Rajani Gandha, Kachukhet Corporate), Sonali Bank (Ibrahimpur), National Bank (Uttara), Al-Arafah Islami Bank (Uttara Model Town), Dutch-Bangla Bank (Dakshinkhan, SME & Agriculture), Rupali Bank (Uttara Model Town, Corporate), Sonali Bank (Gazipur, Court Building), Islami Bank Bangladesh (Gazipur Chowrasta), Mercantile Bank (Narayanganj), EXIM Bank (Shimrail), NRB Bank (Bhulta), Islami Bank Bangladesh (Kanchpur), Premier Bank (Narayanganj), Mutual Trust Bank (Savar), Prime Bank (Savar), Trust Bank (Keraniganj), Sonali Bank (Munshiganj), and National Bank (Sreenagar).

The Daily Star
Published: Thursday, 21 March 2024 Page: B1

Apparel exports to US fall 2.58%

REFAYET ULLAH MIRDHA

Garment exports to the US, the single largest export destination for Bangladesh, fell by 2.58 percent year-on-year to $5.46 billion in the July-February period of the current fiscal year. Import of clothing items by American retailers and brands from around the world were 23 percent lower year-on-year last year because of high inflationary pressure, which impacted Bangladesh's shipment to the US markets. Thanks to competitive pricing and longstanding trade relations, Bangladesh is the third largest garment supplier to the US after China and Vietnam.

Import of clothing items by US retailers from around the world was 23 percent lower last year

Bangladesh's performance has been strong compared to its peers in case of garment export to the US in spite of the imposition of a 15.62 percent tariff, the highest in the world in this particular market. However, clothing sales have started to increase in the US economy thanks to a recent recovery of the market.

The National Retail Federation (NRF), the largest retailers' platform in the US, said sales in clothing and accessories stores were up 0.51 percent month-over-month and up 8.05 percent year-on-year in February. "February retail sales indicate continued momentum from consumers," said NRF President and CEO Matthew Shay. "While the future direction of interest rates and inflation remains uncertain, it's clear that a strong job market and increases in real wages are continuing to support spending," he said.

In the July-February period of fiscal year 2023-24, garment export to the European Union, the biggest trade block for Bangladesh, reached $16.23 billion, posting a 3.27 percent year-on-year jump, according to data compiled by the Export Promotion Bureau and Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. Apparel shipment to Spain, France, the Netherlands, Poland and Denmark showed growths of 8.68 percent, 4.72 percent, 14.55 percent, 21.82 percent and 32.81 percent respectively.

However, apparel export to Italy declined by 0.93 percent year-on-year in the July-February period. On the other hand, RMG export to Germany, the largest market in the EU, declined by 11.63 percent year-on-year to $4.09 billion. At the same time, garment export to the UK and Canada reached $3.85 billion and $998.77 million, posting a 14.64 percent and 1.81 percent year-on-year growth respectively. Meanwhile, apparel export to non-traditional markets grew by 10.83 percent year-on-year to $6.30 billion. Among the major non-traditional markets, exports to Japan, Australia and South Korea increased by 7.12 percent, 21.29 percent and 17.16 percent respectively. However, apparel export to India declined by 22.99 percent year-on-year in the July-February period.

The Daily Star
Published: Thursday, 21 March 2024 Page: B4

Shrimp exports to face significant competition after LDC graduation

In Bangladesh, 2.79 lakh hectares of land were utilised for shrimp farming in 2012. That number fell to 2.50 lakh hectares in 2022, which led to a drop in production by 35 percent.

AKANDA MUHAMMAD JAHID

Shrimps, popularly referred to as "white gold" due to being one of Bangladesh's most valuable export items, may face significant pressure from competitor nations after the country graduates from Least Developed Country (LDC) status in 2026. After graduating to a developing country, the nation will be required to remove subsidies on exports. As a result, loss of tariff preferences and discontinuation of export subsidies could lead to significant pressure on Bangladeshi exporters of fish and fish products from competitors, according to a paper by the Research and Policy Integration for Development (RAPID), which was presented at an event in Dhaka recently.

Bangladesh's exports of shrimp will face higher tariff to the European Union and the United Kingdom markets after graduation from the LDC status

The Bangladesh Investment Development Authority, the Fishery Products Business Promotion Council, and the Bangladesh Frozen Foods Exporters Association jointly organised the event.

Bangladesh's exports of shrimp will face tariff increases of 0.52 percent and 0.46 percent to the European Union and the United Kingdom markets respectively after graduation from LDC status, RAPID Executive Director M Abu Eusuf said in the paper. As such, the country may lose around $9 million in earnings from fish exports as the benefits offered by the EU under its Generalized System of Preferences Plus scheme will be removed.

Bangladesh also stands to lose $1.6 million in duty benefits offered by the UK through its Enhanced Preference scheme, and $2.4 million in duty benefits from exports to India, according to the paper.

Eusuf reminded that Bangladesh would keep enjoying the existing duty-free access to the EU and the UK for three more years after its graduation to a developing nation as the extension was endorsed by 166 members of the World Trade Organization. But changes in all other markets will start from November 2026. The concerns were shared as Bangladesh's frozen and live fish exports are falling for a second consecutive year.

In the July-February period of FY2023-24, Bangladesh exported frozen and live fish worth US$274 million, down 12 percent year-on-year, according to Export Promotion Bureau data.

Meanwhile, Bangladesh's earnings from frozen fish exports stood at $382.3 million in FY2022-23, down 37 percent compared to nine years ago due to a lack of investment on technology and infrastructure. This is leading to the loss of export markets in the EU and US, states the report. Compared to FY2014-15, export earnings from the EU and the US have fallen by 42 percent and 29 percent respectively in FY2022-23, it said. Global shrimp sales amounted to $32 billion last year with the vannamei or whiteleg variety being the most sought-after, accounting for 83 percent of the total market, followed by black tiger shrimp at 8 percent, said the report.

Commercial farming of vannamei shrimp, which revolutionised the shrimp industry and is dominating the global market, was not implemented in a timely manner in Bangladesh, which is another reason for the fall in exports, it said. In 2019, India, which largely produces vannamei shrimp, earned $4.7 billion from shrimp exports, which accounts for 24 percent of the total global revenue. India achieved this using shrimp farms spread across only 160,000 hectares of land. In contrast, Bangladesh earned only $330 million despite utilising 250,000 hectares of land for shrimp cultivation in FY2019-20.

Apart from the fall in export earnings, farming of fish, mainly shrimp, has also decreased over the years.

In 2012, 2.79 lakh hectares of land were utilised for shrimp farming. That number fell to 2.50 lakh hectares in 2022, which led to production decreasing by 35 percent. "In spite of declining export performance, fish still holds the largest share of exported agricultural goods," said the report. "In fact, this sector can serve as a potential avenue for export diversification and help Bangladesh move away from our heavy reliance on the apparel sector," it added. In 2018, a decision to undertake pilot projects to cultivate vannamei shrimp was initiated. Three pilot projects were successfully run, producing 8,000 to 10,000 kilogrammes (kgs) of vannamei per hectare. In contrast, the output for the bagda shrimp was only 500 to 1,000 kg per hectare.

However, it will take another two to three years to reap the full benefits. The study said a lack of quality and compliance with international standards were some of the major challenges barring the growth of the shrimp farming industry. It also stressed the need for the continuation of government support, development of a proper supply chain, and quality control measures. The study also recommended the withdrawal of a 10 percent advance tax on cash assistance and ensuring loans to encourage scientific methods of cultivation and the establishment of shrimp-based economic zones.

NEWAGE
Published: Thursday, 21 March 2024 Page: 10

Excess liquidity in banks dips in Jan

Staff Correspondent |

The excess liquidity in the country's banking sector saw a decrease, falling by 5.38 per cent to Tk 1.54 lakh crore at the end of January compared to December 2023, according to Bangladesh Bank data. This decline follows a pattern of fluctuations, with the volume of excess liquidity at Tk 1.61 lakh crore in December, Tk 1.41 lakh crore in November and Tk 1.59 lakh crore in October of 2023. Of the surplus liquidity in the banking sector, more than 80 per cent was in the form of securities, including treasury bills and treasury bonds. Banks have been facing a severe liquidity shortage due to factors such as high defaulted loans, increased dollar sales by the central bank, low deposit growth and a high volume of cash held outside banks. To alleviate the liquidity shortage, many banks resorted to the central bank and took local currency equivalent to more than $1 billion under a recently launched swap arrangement.

The instability of the dollar on the financial market led the Bangladesh Bank to significantly increase dollar sales, absorbing an equivalent amount of local currency from banks, further weighing heavily on liquidity conditions in the banking sector. To address the ongoing dollar crisis, the Bangladesh Bank sold approximately $30 billion to the country's banks from its foreign exchange reserve over the past 32 months. Of this amount, $9 billion was allocated to banks from July to February of the financial year 2023-24, $13.5 billion in FY23 and $7.62 billion in FY22.

Due to the dollar sales, Bangladesh's gross foreign exchange reserve, as per International Monetary Fund guidelines, decreased to $20 billion on March 19 from $23.25 billion on August 31, 2023. The excess liquidity in banks increased in July and August of 2023 due to the government's high bank borrowing. The government borrowed Tk 1,24,122 crore in FY23, compared with Tk 59,833 crore borrowed in the previous financial year. Of this amount, the government borrowed Tk 98,826 crore from the central bank and Tk 25,296 crore from the country's commercial banks in FY23. This surge in borrowing from the central bank led to an increase in money supply on the financial market, according to bankers.

Since June 2022, when the amount of excess liquidity in banks was Tk 2,03,435 crore, it has steadily declined. As a result of the liquidity shortage, interbank borrowing from call money market has increased in recent days, leading to a surge in weighted average call money rate, which reached 8.7 per cent on Wednesday. Besides, many people withdrew their deposits and held cash in their hands amid inflationary pressures. As a result, the amount of cash outside the country's banks stayed over Tk 2.57 lakh crore in January.